ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 0 2. 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 7

30

দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অরাজকতা

শিক্ষকদের গ্রুপিং, ডিগ্রি কোর্সে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

কামরুন্নাহার হেলাল, দিনাজপুর থেকে : কর্তৃপক্ষের সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রশাসনিক একাডেমিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা, শিক্ষকদের গ্রুপিং, ডিগ্রি কোর্সে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য দিনাজপুরের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে চরম অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

উত্তরের জনপদ দিনাজপুরের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অতীত ঐতিহ্যের মহিমায় উজ্জ্বল। যখন জেলার বেসরকারি কলেজসমূহে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছিল, লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল না এবং নকলের ব্যাপক ছড়াছড়ি তখন অভিভাবকদের কাছে আশ্রয়স্থল এবং ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কদর ও সমাহার ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের অনিয়ম, দুর্নীতি, শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং এবং অধ্যক্ষের ব্যর্থতার কারণে প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ও মর্যাদা দারুণভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাত এবং অনিয়মের অভিযোগে কলেজ এলাকার জনৈক মোঃ এনামুল হক বাদী হয়ে গত ১৮ এপ্রিল দিনাজপুরের বিশেষ জজ আদালতে মামলা করেন। মামলায় অধ্যক্ষ প্রফেসর আহসানউদ্দিনকে প্রধান আসামি এবং আরো পাঁচ জনকে আসামি করা হয়েছে। সাক্ষী করা হয়েছে ১১ জনকে। মামলায় বাদী অভিযোগ করেন যে, '৯৮ সালের ৬ জুলাই থেকে '৯৯ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অধ্যক্ষসহ আসামিগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রায় ৭ লাখ ৬৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

অধ্যক্ষ কলেজের গাড়ি কেনার জন্য '৯৮ সালের ২ নভেম্বরে তার ছেলে সোহেল আহসানের ব্যক্তিগত একাউন্টে ৪ লাখ টাকার ডিডি করেন। উক্ত ৪ লাখ টাকার মধ্যে ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা আইএফআইসি ব্যাংকের একটি স্থায়ী আমানত থেকে এবং অবশিষ্ট ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তরা ব্যাংক মালদহ চারটি শাখার সেভিংস একাউন্ট থেকে উত্তোলন করে অধ্যক্ষের ছেলের নামে সুইহারী সোনালী ব্যাংক শাখা থেকে ঢাকার রামপুরা শাখা সোনালী ব্যাংকে ডিডি করা হয়। সরকারি নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে কোনো টেন্ডার আহ্বান না করে অধ্যক্ষ নিজেই সরাসরি ঢাকায় যান গাড়ি কেনার জন্য। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকারের অর্থ সাশ্রয় নীতিমালার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় গাড়ি কেনা হয়নি।

মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, অধ্যক্ষসহ অন্যান্য আসামিরা যোগসাজশ করে কলেজের একাউন্ট থেকে '৯৮ সালের ৬ জুলাই হতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র চিরকুটের মাধ্যমে ১নং স্বাক্ষী ক্যাশিয়ার আব্দুর রশিদের নিকট থেকে প্রায় ২ লাখ ১৭ হাজার ১৮২ টাকা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে '৯৮ সালের ৯ জুলাই ৬১ হাজার ৪৮২ টাকা, ৫ অক্টোবরে ৭ হাজার নগদ টাকা চিরকুটে গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ উক্ত ২ লাখ ১৭ হাজার টাকার জন্য কোনো ধরনের ভাউচার প্রদান করেননি। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি '৯৯ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ৫নং সাক্ষী সহকারী ক্যাশিয়ার মমতাজউদ্দিনের কাছ থেকে চিরকুটের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৪৭৮ টাকা নগদ গ্রহণ করে তারও কোনো ভাউচার দেননি।

মামলার ৩নং আসামি প্রভাষক নিত্যানন্দ মালাকার অধ্যক্ষের আদেশে ১নং সাক্ষী আব্দুর রশিদ ও ৫নং সাক্ষী মমতাজউদ্দিনের কাছ থেকে ৬১ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করেন এরও কোনো ভাউচার দেওয়া হয়নি। অধ্যক্ষসহ অন্য আসামিদের অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতি, অনিয়মের প্রতিবাদ করা হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানাবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মামলায় উল্লেখ করা হয় যে, অধ্যক্ষ ও আসামিদের সরকারি অর্থ তসরুপ ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়লে কলেজের সহকারী অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র বৈশ্যকে আহ্বায়ক করে চলতি বছর ২৫ জানুয়ারি একটি অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়। অডিটকালে বিভিন্ন সময়ে চিরকুটের মাধ্যমে নেওয়া ২ লাখ ১৭ হাজার টাকার কোনো ভাউচার না থাকার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়। অডিট রিপোর্ট পক্ষে নিতে না পেরে অধ্যক্ষ মৌখিক নির্দেশ দিয়ে অডিট রিপোর্ট প্রদান বন্ধ করে দেন।

বিজ্ঞ স্পেশাল জজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের 'মঞ্জুরি' চাওয়ার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করে বাদীর আবেদন গ্রহণ করেন। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন প্রবীণ আইনজীবী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এম আব্দুর রহিম।

অনিয়ম আর অব্যবস্থাই যেন অনিয়ম

সরকারি কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোনো সরকারি নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় না। ১৯ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে মাস্টাররোলে। অধ্যক্ষ নিজের ক্ষমতায় দিন হাজিরার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এই নিয়োগ দেন। মাস্টাররোলের কর্মচারীদের দিয়ে সরকারি কলেজের ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালনের মতো ঘটনাও এখানে ঘটেছে। জনৈকা সুফিয়া বেগমের কোনো নিয়োগ পত্রই নেই অথচ তাকে দিয়েও ক্যাশ সেকশনের কাজ চালানো হচ্ছে। নিয়মিত কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব না দিয়ে অধ্যক্ষ তার ইচ্ছামাফিক মাস্টাররোলের কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। এর ফলে নিয়মিত কর্মচারীদের সঙ্গে মাস্টার রোলের কর্মচারীদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

অবৈধভাবে দ্বিগুণ ভর্তি ফি আদায়

কলেজে ১৫টি বিষয়ে অনার্স রয়েছে। এবার অনার্স প্রথম বর্ষে প্রায় ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ভর্তি ফির চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হয়েছে। অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ১৪ লাখ টাকা হবে বলে জানা গেছে। পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও প্রায় ১০ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

ইজারা প্রথায় ভর্তি প্রক্রিয়া

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি প্রক্রিয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। অধ্যক্ষ স্বয়ং এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দল ভারি করার প্রচেষ্টা চালান। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হওয়ার পর তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। সরকারি দলের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেন। সে সময় অধ্যক্ষ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে ম্যানেজ করে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য শহরে মিছিল ও প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী ছাত্রনেতাদের পুরস্কার সরূপ এবার অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ইজারা প্রথা প্রবর্তন করেন। ছাত্র ইউনিয়নের কলেজ শাখার ছাত্রনেতা অভিযোগ করেন সরকারি ছাত্র সংগঠনের একাংশের তিন/চার জন ছাত্রনেতা এবার পুরো ভর্তি পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

ভর্তি পরীক্ষার ওয়েটিং লিস্টের সিরিয়ালকে ভঙ্গ করে ভর্তি করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়ে এবার ১৫টি বিভাগে প্রায় ১ হাজার ২০০ ছাত্র ভর্তি করানো হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, ৩ থেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ভর্তির ফরম বিক্রি করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন যে, অধ্যক্ষ ফরম বিক্রি করে অবৈধ অর্থ কামিয়েছেন। যেসব ছাত্রনেতাদের হাতে ফরম বিলির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারাও অতিরিক্ত টাকার ভাগ পেয়েছেন।

শিক্ষকদের দলাদলি ও নোংরামি

বর্তমান অধ্যক্ষ যোগদানের পর থেকে কলেজে শিক্ষকদের মাঝে তীব্র দলাদলি শুরু হয়ে পরবর্তীসময়ে তা চরম আকার ধারণ করে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দুর্নীতির মামলায় সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন চার জন শিক্ষক। এঁদের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ হিসেবে সরকারি মহিলা কলেজে বদলি হয়েছেন। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, দিনাজপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীনের জন্য শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক সফর আলী জোর লবিং করেন। বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা এবং আওয়ামী রাজনীতির একজন সোচ্চার ব্যক্তি হিসেবে অধ্যাপক সফর আলী যখন অধ্যক্ষের পদ লাভে ব্যর্থ হলেন তখন থেকে বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক আহসান উদ্দিনের সঙ্গে তার শুরু হয় স্বার্থের সংঘাত। প্রায়শ ছোটখাটো ব্যাপারে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। মামলার সাক্ষী হওয়ার পর এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। অধ্যক্ষ তার পক্ষের শিক্ষক বিশেষ করে বাংলা বিভাগে প্রভাষক নিত্যানন্দ মালাকার, অধ্যাপক রজব আলী মোল্লা এবং অধ্যাপক আলমগীর খানকে নিয়ে অধ্যাপক সফর আলীর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করেন। অধ্যক্ষ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের পদ থেকে অধ্যাপক সফর আলীকে অপসারণ করেছেন। এ ঘটনার পর পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে।

অধ্যক্ষের বক্তব্য :

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আহসান উদ্দিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেন যে, অনার্সে ভর্তির ব্যাপারে আমি কেন টাকা নেবো? মন্ত্রী; হুইপ, সরকারি দলের এমপি ও নেতাদের অনুরোধ রক্ষা করতে তাদের সুপারিশে ২০/৩০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, অফিসটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। আমি যোগদানের পর নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করলে কর্মচারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। হাতে নগদ অর্থ রাখাটা এখানে নিয়মে পরিণত হয়েছিল। অনিয়ম বন্ধ করতে গিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এই মামলার পিছনে দু/চারজন শিক্ষক জড়িত আছেন। তিনি দাবি করেন যে, গাড়ি কেনার জন্য ছেলের নামে ডিডিকৃত ৪ লাখ টাকা কলেজের তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, আমি কোনো মাস্টাররোলের কর্মচারী নিয়োগ করিনি। পূর্ব থেকেই ১৯ জন কর্মচারী কাজ করে আসছেন। তিনি আরো বলেন, আমি শিক্ষা দপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে অডিট চেয়েছি। অডিট হলে এসব অভিযোগ প্রমাণিত হবে।

বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম জেলার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করে ফেলেছে। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সঠিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে নতুবা এ এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।